রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৩১, ২০১৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ চৈত্র, ১৪২০/৩০ মার্চ, ২০১৪

নিম্নলিখিত বিলটি ১৬ চৈত্র, ১৪২০/৩০ মার্চ, ২০১৪ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০২/২০১৪

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৮ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **২০০২ সনের ১১ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "বার বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "সতেরো বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

চাঁদাবাজি, যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, যানবাহনের ক্ষতিসাধন করা, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট করা, ছিনতাই, দস্যুতা, ত্রাস ও অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি, দরপত্র ক্রয়-বিক্রয় গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি ধরনের গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নতির লক্ষ্যে "আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২" (২০০২ সালের ১১ নং আইন) প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছিল।

"আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২" এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানমতে আইনটি বলবৎ করা হয়েছিল ১০-০৪-২০০২ খ্রিঃ তারিখ থেকে ২ (দুই) বৎসরের জন্য অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে এর কার্যকাল ছিল ০৯-০৪-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। পরবর্তিতে ২০০৪ সালের ১০ নং আইনবলে ২ বছর, ২০০৬ সালের ১৩ নং আইনবলে ২ বছর এবং সর্বশেষ ২০১২ সনের ১০ নং আইন দ্বারা উহার মেয়াদ ২ (দুই) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয় এবং ইহার মেয়াদকাল ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ করা হয়।

আইনটির মেয়াদ আরো ০৪ (চার) বৎসর বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা গত ১৭-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রিসভা কর্তৃক সার-সংক্ষেপের সাথে উপস্থাপিত "আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৪" এর খসড়া আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ সাপেক্ষে উহার মেয়াদ ০৫ বৎসর বৃদ্ধির জন্য নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়। মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপিত বিলটিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিং গ্রহণ করা হয়েছে।

ছিনতাই, চাঁদাবাজি এবং ত্রাসসৃষ্টির অপরাধসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা, এসকল অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণ এবং আইনটিন অধীন তদন্তাধীন ও বিচারাধীন ১৭০৩টি মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইনটির মেয়াদ বাড়ানোর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে আইনটির ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) তে "বার বৎসর" শব্দগুলোর পরিবর্তে "সতেরো বৎসর" শব্দগুলো প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে আইনটি ২০১৯ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

উক্তরূপ কারণে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২-এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "বার বৎসর" শব্দগুলোর পরিবর্তে "সতেরো বৎসর" শব্দগুলো সন্নিবেশ করার উদ্দেশ্যে "আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৪" বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হ'ল।

আসাদুজ্জামান খাঁন
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd